আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর কিতাব
“কথাবার্তার আদব” এর একটি অংশের নামকরণ

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪২৭
WEEKLY BOOKLET: 427

ভালো কথাবার্তা বলুন

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ভালো কথাবার্তা বলুন (পর্ব-১)(১)

আত্তারের দোয়া: **ইয়া রাব্বে মুস্তফা!** যে কেউ রিসালা **"ভালো কথাবার্তা বলুন (পর্ব-১)"** পড়বে বা শুনবে তাকে সুন্নাত অনুযায়ী কথাবার্তা বলার তাওফীক দিন এবং তাকে তার পিতামাতা সহ বিনা হিসেবে ক্ষমা করুন।

اٰمِين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী সে হবে যে আমার উপর অধিক হারে দরূদ শরীফ প্রেরণ করে। (তিরমিযী ২/ ২৭, হাদিস:৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ✿✿✿ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! নিঃসন্দেহে মানুষকে প্রয়োজনে কথাবার্তা বলতে হয়ে কিন্তু এটা মনে রাখবেন! অপ্রয়োজনে জায়েয কথাবার্তা বলা থেকেও চুপ থাকা উত্তম।

১. এই বিষয়বস্তু আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব "কথাবার্তার আদব" থেকে নেয়া হয়েছে।

কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে উচ্চ স্বরে বলার ক্ষতি

আল্লাহ পাক ২১ পারা সূরা লোকমানের ১৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿۱۹﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ আর আপন কণ্ঠস্বর কিছুটা নিচু করো। নিশ্চয় সমস্ত স্বরের মধ্যে অপ্রীতিকর স্বর হচ্ছে গর্দভের।

নিম্ন স্বরে কথাবার্তা বলা সুন্নাত

হযরত আল্লামা মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারাকার তাফসীরে লিখেন: চিৎকার করা ও স্বর উঁচু করা মাকরূহ এবং অপছন্দনীয়, আর এতে কোন ফযিলত নেই, গাধার স্বর উঁচু হওয়া সত্ত্বেও মাকরূহ (অর্থাৎ অপছন্দনীয়) আর ঘৃণা সৃষ্টি করে থাকে। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিম্ন স্বরে কথাবার্তা বলতে পছন্দ করতেন এবং কর্কশ স্বরে বলতে অপছন্দ করতেন।

আরবের মুশরিকরা উচ্চ স্বরে কথা বলাকে গর্বের মনে করতো!

হযরত আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: যখন লোকজন পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বলে তখন তাদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ ও ঘৃণিত স্বর হলো তার, যে গাধার ন্যায় উচ্চ স্বরে কথাবার্তা বলে। আরবের মুশরিকরা উচ্চ স্বরে কথা বলাকে গর্বের মনে করতো, এই আয়াত দ্বারা তাদের গর্বের পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। (রূহুল বয়ান ৭/৮৭ পৃষ্ঠা সারাংশ)

গাধা কেন আওয়াজ করে?

গাধার আওয়াজের আলোচনা করা হচ্ছে, তবে এ ব্যাপারে একটি তথ্যবহুল বর্ণনা উপস্থাপন করছি: যেমনিভাবে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমরা মোরগের আযান (আওয়াজ) শুনবে তখন আল্লাহ পাকের নিকট নেয়ামতের প্রার্থনা করো কেননা সে ফেরেশতাদের দেখে থাকে। আর যখন গাধার আওয়াজ শুনবে তখন শয়তান থেকে আল্লাহ পাকের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো কেননা সে শয়তানকে দেখে থাকে। (বুখারী ২/৪০৫, হাদীস: ৩৩০৩) যেমন এভাবে বলো: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

(তায়ছির শরহে জামে সগীর ১/১০৭)

উচ্চ স্বরে হাঁচি দেয়াও মাকরূহ

হযরত আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه উপরে বর্ণিত আয়াতে মুবারাকা সম্পর্কে আরো লিখেন: এর দ্বারা হাঁচির মাসআলাও প্রকাশিত হয়ে গেল যে, উচ্চ স্বরে হাঁচি দেয়া মাকরূহ অর্থাৎ অপছন্দনীয়, এই জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে যথাসম্ভব নিম্ন স্বরে হাঁচি দেয়ার চেষ্টা করা। (রূহুল বয়ান, ৭/৮৮ পৃষ্ঠা,সংগৃহিত) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: উচ্চ স্বরে দেয়া হাঁচি শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। (আমলুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি ১১৯ পৃষ্ঠা, হাদিস: ২৬৫) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে উচ্চ স্বরে হাঁচি দেয়াকে অপছন্দ করতেন। (শুয়াবুল ঈমান ৭/৩২, হাদিস: ৯৩৫৬)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদিসে পাকের ব্যাপারে বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটাই, মসজিদে উচ্চ স্বরে হাঁচি দেয়া অধিক অপছন্দনীয় আর মসজিদ ছাড়া কম অপছন্দনীয়।

(ফয়যুল ক্বাদীর ৫/৩১১ পৃষ্ঠা, ৭১৫৬ নং হাদিসের পাদটীকা)

সাক্ষাতকারীর চেহারার দিকে তাকানো

পারা ২১ সূরা লোকমান এর ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلَا تُصَعِّرۡ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অন্য কারো সাথে কথা বলার সময় আপন মুখমণ্ডল বক্র করো না।

হযরত আল্লামা সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই আয়াতে মুবারাকার তাফসীরে লিখেন, যখন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলে তখন(যার সাথে কথা বলছে) তাকে নগন্য মনে করে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, যেমন অহঙ্কারীদের পদ্ধতি অবলম্বন না করা, ধনী-গরিব সবার সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলা। (খাযাইনুল ইরফান ৭৬১ পৃষ্ঠা)

হযরত আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাফসীরে রূহুল বয়ানে লিখেন: সালাম, কথাবার্তা এবং সাক্ষাতের সময় নম্রতার সাথে নিজের সম্পূর্ণ চেহারা লোকদের সামনে রাখবেন, তাদের থেকে না চেহারা ফিরাবে আর না চেহারার কিছু অংশও তাদের থেকে লুকিয়ে রাখবে। অহঙ্কারীদের অভ্যাস হলো তারা লোকদেরকে এমনি ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এবং ফকির ও মিসকীনদেরকে রাগান্বিত চোখে দেখে অথচ তোমাদের নিকট ধনী ও গরিব উভয়ে সদাচরণের ক্ষেত্রে সমান। (রূহুল বয়ান ৭/৮৪ পৃষ্ঠা)

কথাবার্তা যাতে বুঝা যায় এভাবে বলা উচিৎ

বাজারে যেভাবে চিৎকার করে কথাবার্তা বলা হয়, এভাবে বলা থেকে বেঁচে থাকা উচিত, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনোই এভাবে

কথাবার্তা বলতেন না, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথাবার্তা বলার সময় স্বর মুবারক না খুব উঁচু হতো, না এতো ছোট হতো যে, সামনে অবস্থানকারীদের শুনতে অসুবিধা হয়।

নবী করীম ﷺ এর পবিত্র কথাবার্তা সহজ ভাষায় হতো

উম্মুল মুমিনীন হযরত বিবি আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا বলেন: হুযুর পুরনূর صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্পষ্ট সাবলীল ভাষায় কথাবার্তা বলতেন, প্রত্যেক শ্রবণকারীরা তা বুঝতে পারতো। (আবু দাউদ, ৪/৩৪৩, হাদিস: ৪৮৩৯)

হুযুর পুরনুর ﷺ কথাবার্তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন

হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত যে, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন কোন কথাবার্তা বলতেন তখন সেটা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন যাতে তা বুঝে নিতে পারে।

হাদিসের ব্যাখ্যা: মিরআত শরীফে রয়েছে, অর্থাৎ মাসআলা সমূহ বর্ণনা করার সময় এক একটি মাসআলা তিন তিনবার করে ইরশাদ করতেন যাতে লোকজনের অন্তরে গেঁথে যায়, এখানে প্রতিটি কথা (তিনবার পুনরাবৃত্তি) উদ্দেশ্য নয়। (মিরআত ১/১৯৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবীর কথাবার্তা

সিরাতুল জিনান ৭ম খন্ড ৫০২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: সিরাতের কিতাব সমূহে বর্ণনা করা হয়েছে, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুব দ্রুত গতির সাথে তাড়াতাড়ি কথাবার্তা বলতেন না বরং ধীরে ধীরে কথাবার্তা বলতেন। আর তাঁর কথাবার্তা এতোই পরিষ্কার ও স্পষ্ট ছিল শ্রবণকারীরা তা শুনে

স্মরণে রাখতে পারতো। আর যদি কোন গুরুত্ব পূর্ণ কথা হতো তাহলে ঐ বাক্যকে কখনো কখনো তিন তিনবার করে ইরশাদ করতেন যাতে শ্রবণকারীরা এটিকে ভালো ভাবে আয়ত্বে রাখতে পারে। হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রয়োজন ছাড়া কথাবার্তা বলতেন না বরং অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেন। হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জামেউ কালিমাত (অসংখ্য বাক্যের নির্যাস) এর মুজিযা দান করা হয়েছে, দীর্ঘ আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত বাক্যে বর্ণনা করতেন।

কঠিন শব্দ ব্যবহারকারী মন্ত্রী

বলার ক্ষেত্রে শব্দাবলী সাবলীল ও পরিষ্কার হওয়া চাই, কঠিন শব্দাবলী ব্যবহার করার দ্বারা হতে পারে অপরের উপর আপনার "ভাষা বিজ্ঞানের" পরিচয় ফুটে উঠবে বটে কিন্তু আপনি কি বলতে চাচ্ছেন তা তার বুঝে আসবেনা। আমার এই কথাটিকে এই কাল্পনিক ঘটনা থেকে বুঝার চেষ্টা করুন: একবার কৃষি ও সেচ মন্ত্রী (Minister for irrigation) দেখার জন্য একটি পাশ্ববর্তী গ্রাম (Visit) পরিদর্শনে গিয়েছিল, কৃষকদের একটি প্রতিনিধি দল (Delegation) তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য আসলো, ঐ লোকেরা মন্ত্রীর অনুমতি নেয়ার জন্য একজন কৃষককে ভেতরে পাঠালো, মন্ত্রী সাহেব মাথা তুলে দেখলো এবং জিজ্ঞাসা করলো, তোমাদের কৃষি ক্ষেতে অত্র সালে কি বৃষ্টি বর্ষণ হয়েছে? অশিক্ষিত কৃষক (Farmer) যখন এই বাক্য শুনলো তখন তাড়াতাড়ি বাইরে বের হয়ে এলো আর সঙ্গীদের বলতে লাগলো, "মন্ত্রী সাহেব তিলাওয়াত করছেন"

হে আশিকানে রাসূল! মন্ত্রী সাহেব যদি কঠিন বাক্য না বলতেন তাহলে কৃষক পেরেশান হতো না, অথচ সেটা তিলাওয়াত ছিলো না, কথাকে সামান্য সাজিয়ে উপস্থাপন করেছিলো, মন্ত্রীর বাক্যের অর্থ হলো: তোমাদের ক্ষেতে কি এ বছর বৃষ্টি বর্ষণ হয়েছে নাকি হয় নাই? সুতরাং যখনই কারো সাথে কথাবার্তা বলবেন, বক্তব্য ও বয়ান করবেন বা রচনা ও বই ইত্যাদি লিখবেন তখন শ্রবণকারী ও অধ্যয়নকারীদের যাতে বুঝে আসে এমন শব্দ ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন।

সবচেয়ে অধিক জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো দুটি জিনিস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জিহ্বাকে সংযত রাখা খুবই জরুরী, অসংখ্য লোক এমনই হবে যারা শুধু জিহ্বার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন আমলটি অধিকাংশ মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ ভিরুতা এবং সৎ চরিত্র। আর জিজ্ঞাসা করা হলো: কোন জিনিস অধিকাংশ মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? ইরশাদ করলেন: দুটি জিনিস: জিহ্বা ও লজ্জাস্থান। (ইবনে মাজাহ ৪/৪৮৯, হাদিস: ৪২৪৬)

সে জান্নাতী, কে?

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক যে ব্যক্তিকে দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী এবং দু পায়ের মধ্যবর্তী (জিহ্বা ও লজ্জাস্থান) অঙ্গের ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী ৪/১৮৪, হাদিস: ২৪১৭)

জান্নাতের জামিন

যে নিজের জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে অর্থাৎ এগুলোকে শরীয়ত পরিপন্থী কাজে ব্যবহার করবে না সে জান্নাতী। যেমনিভাবে প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা সাহাল বিন সাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমাকে নিজের দু চোয়ালের মধ্যবর্তী ও দু পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গের (অর্থাৎ জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের) জামিন (GRARANTEE) দিবে আমি তাকে জান্নাতের জামিন (গ্যারান্টি) দিচ্ছি। (বুখারী, ৪/২৪০, হাদিস: ৬৪৭৪) অর্থাৎ জিহ্বা ও লজ্জা স্থানকে শরীয়তে নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বাঁচিয়ে রাখাতেই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৮০% গুনাহ জিহ্বার দ্বারা হয়ে থাকে

দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অঙ্গ জিহ্বা এবং কণ্ঠ ইত্যাদি আর দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গ লজ্জা স্থান, অর্থাৎ নিজের জিহ্বাকে মিথ্যা গীবত নাজায়িয কথাবার্তা থেকে বাঁচিয়ে রাখা, নিজের মুখকে হারাম খাবার আহার করা থেকে নিরাপদ রাখা, নিজের লজ্জাস্থানকে ব্যভিচারের নিকবর্তী হওয়া থেকে বিরত রাখা, একথা সুস্পষ্ট যে, এমন মুসলমান পরহেযগার হবে, **মনে রাখবেন**! কমপক্ষে ৮০% গুনাহ জিহ্বার দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে, যে নিজের জিহ্বার হেফাযত করে তবে সে চুরি ডাকাতি ও হত্যাও করে না, মানুষ যখনই অপরাধ করে তখন সে মিথ্যা বলার জন্য তৈরি হয়ে যায়, যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে আমি অস্বীকার করবো। মিথ্যা সকল গুনাহের মূল। **মনে রাখবেন!** নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই জামিন (গ্যারান্টি) মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের জন্য আর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতিশ্রুতি আল্লাহ পাকেরই প্রতিশ্রুতি। (মিরআত ৬/৪৪৭ পৃষ্ঠা)

জিহ্বার কাছে সকল অঙ্গের আবেদন

প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন মানুষের সকাল হয় তখন তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ(অর্থাৎ শরীরের অংশ) নত শিরে জিহ্বাকে বলে: আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাককে ভয় করো,কেননা আমরা তোমার সাথে সম্পৃক্ত, যদি তুমি ঠিক থাকো তাহলে আমরাও ঠিক থাকবো আর যদি তুমি বিপদগামী হয়ে যাও তাহলে আমরাও বিপদগামী হয়ে যাবো। (তিরমিযী ৪/১৮৩, হাদিস: ২৪১৫)

সম্মিলিত ইতিকাফ সংশোধনের মাধ্যমে পরিণত হলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা জিহ্বার সঠিক ব্যবহার করি তাহলে তার যা কিছু উপকারিতা হবে তা শরীরের সকল অঙ্গ (PARTS) লাভ করবে। আর যদি এটি (জিহ্বা) সঠিকভাবে না চলে কাউকে গালি ইত্যাদি দেয় তবে জিহ্বার কোন কষ্ট হোক বা না হোক মার তথা আঘাত শরীরের অন্যান্য অংশে হয়ে থাকে। জিহ্বার সাবধানতার মন-মানসিকতা তৈরি করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সবসময় সম্পৃক্ত থাকুন, আল্লাহ পাক সামর্থ্য দিলে তবে পবিত্র রমযান মাসে দাওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অর্জন করুন, سُبۡحٰنَ اللّٰہ ইতিকাফেরও কেমন অনন্য বরকত রয়েছে! আসুন! “একটি মাদানী বাহার” আপনাদের খেদমতে উপস্থাপন করছি। জিলা মান্ডী বাহাউদ্দীন (পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা অনুযায়ী সে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে আসার পূর্বে আল্লাহর পানাহ! নেশা করতো, মদ ও গাঁজার এমন আসক্ত ছিল যে, নেশা ও গাঁজা ক্রয় করার

জন্য চুরি ও ডাকাতি করাও শুরু করে দিয়েছিল, যার কারণে তার ঘর, বরং এলাকাবাসীও অতিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার সংশোধনের সফরের ধাপটা এভাবে শুরু হয় যে, সে পবিত্র রযমানের বরকতপূর্ণ মাসে দাওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা ইতিকাফ করার সৌভাগ্য লাভ করলো, ইতিকাফে সৎ সঙ্গও লাভ করলো এবং "ফয়যানে সুন্নাত" কিতাবটিও অধ্যয়ন করতে থাকলো। কিছু দিন পর তার "মান্ডী বাহাউদ্দীন" এ অবস্থিত দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকায "ফয়যানে মদীনায়" অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের সুযোগ হয়, যেখানে ইসলামী পোশাক পরিধানকারী উপস্থিত অসংখ্য আশিকানে রাসূলকে দেখে অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন হতে লাগলো। এক সপ্তাহ পর সে নির্দিষ্ট সময়ে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পৌঁছে গেলো আর বয়ান শুনতে লাগলো, বয়ানে কিছু এমন প্রভাব ছিল যে, তার অন্তরের দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে গেলো, আর সে নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করেই ঘরে ফিরে গেলো। সে শুধু নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করছে না বরং তার চেহারায় এক মুষ্টি দাঁড়িও সজ্জিত হয়ে গেল আর তার পোশাকও সুন্নাতের সাজে সজ্জিত হয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে দাওয়াতে ইসলামীর কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর সুযোগ লাভ করলো।

إِنْ شَاءَ الله ভাই সুধার জাওগে,
মাদানী মাহৌল মে করলো তুম ইতিকাফ।
মরযে ইসইয়া সে ছুটকারা তুম পাওগে,
মাদানী মাহৌল মে কর লো তুম ইতিকাফ। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ৬৪৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এপার ওপার দৃষ্টি গোচর হওয়া উঁচু উঁচু জান্নাতী স্থানসমূহ

মুসলমানের চতুর্থ খলিফা, হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জান্নাতে এমন দালান (অর্থাৎ উঁচু উঁচু কক্ষসমূহ) রয়েছে, যার বাইরে থেকে ভেতরের অংশ এবং ভেতর থেকে বাইরের অংশ দৃষ্টি গোচর হবে। এক বেদুইন (অর্থাৎ গ্রামে বসবাসকারী ব্যক্তি) আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এটা কার জন্য হবে? প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ভালো কথাবার্তা বলে, খাবার খাওয়ায়, সর্বদা রোযা রাখে এবং রাতে নামায আদায় করে যখন লোকজন ঘুমিয়ে থাকে।

(তিরমিযী, ৩/৩৯৬, হাদিস: ১৯৯১)

উত্তম কথা বলা সদকা

উত্তম কথাবার্তা বলা চুপ থাকার চেয়ে উত্তম আর চুপ থাকাটা অশ্লীল কথা বলা থেকে উত্তম,অপরদিকে মন্দ কথা বলা মন্দই মন্দ, আর ভালো কথা বলা সদকা, হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ভালো কথা বলা সদকা।

(বুখারী, ২/৩০৬, হাদিস: ২৯৮৯)

সদকা মানে?

এখানে সদকা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সদকার সাওয়াব লাভ করা। হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রত্যেক কল্যাণই সদকা। (বুখারী ৪/১০৫, হাদীস: ৬০২১) হাদিসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ সদকা শুধুমাত্র সম্পদ দ্বারা হয় না বরং প্রত্যেক সামান্য (অর্থাৎ ছোট ছোট) নেকীও যদি একনিষ্ঠতার সাথে করা হয় তাহলে তাতেও সদকার সাওয়াব অর্জিত হয়, এমনকি

মুসলমান ভাইয়ের সাথে মিষ্টি ও নম্র ভাষায় কথা বলাও সদকা।

(মিরআত ৩/৯৫)

তাড়াতাড়ি নেকীর দাওয়াত দিন

এমন কোন উপকারী কথা ছেড়ে দেবেন না (অর্থাৎ অর্ধেকে ছেড়ে দেবেন না) যার সম্পর্কে জানেন যে, উপস্থিত লোকেরা সেটার জন্য অপর কোন বৈঠকের জন্য মুখাপেক্ষী হবে অর্থাৎ প্রয়োজন মনে করবে (মোটকথা তখনই পুরো বিষয়টা বলে দিন, এটা বলবেন না পরে আপনাদেরকে জানিয়ে দিব।) কেননা (যিনি বলবেন এবং যাদেরকে বলবেন তাদের) পরবর্তী সময় পর্যন্ত জীবিত থাকার কোন ভরসা নেই।

(ইসলাহে আমাল, ৩৬০, আল হাদিকাতুন নাদিয়া ১/৯৫ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ এর নিকটবর্তী হবে সৎ চরিত্রবানরা

প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্য থেকে আমার অধিক প্রিয় ও কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে অধিক নিকটবর্তী হবে ঐসব লোক যারা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সৎ চরিত্রবান। আর তোমাদের মধ্য হতে আমার নিকট সবচেয়ে অপন্দনীয় ও কিয়ামতের দিন আমার নিকট হতে অধিক দূরে সে সকল লোকেরা হবে যারা অসৎ চরিত্রের অধিকারী, যারা উচ্চস্বরে অধিক কথা বলে, অট্ট হেসে এবং মুখ ভরে যারা কথা বলে। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/২৩৪, হাদিস: ৭৯৮৯)

সৎ চরিত্র কাকে বলে?

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: কেননা সৎ চরিত্রবান ব্যক্তি অধিকাংশ সময় অধিক নেক আমল করে, গুনাহ তার থেকে কম সংঘঠিত হয়। বিশ্বস্ততা, আমানত, সততা, ওয়াদা পূরণ করা, লেনদেন ইত্যাদি সঠিকভাবে করা, সবকিছু সৎচরিত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আর অসৎ চরিত্রবান লোক অধিকাংশ সময় অসৎ কাজ করে থাকে, অসৎ চরিত্র নিজেই অসৎ আচরণ এবং অনেক অসৎ আচরণের মাধ্যম। মিথ্যা, আমানতের খিয়ানত, ওয়াদা ভঙ্গ করা, লেনদেনে হেরফের ইত্যাদি সবকিছু অসৎ চরিত্রের (BRANCHES) শাখা।

(মিরাতুল মানাজীহ, ৬/৪৩৬)

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক জিনিস

হে আশিকানে রাসূল! জিহ্বার হেফাযত করা খুবই প্রয়োজন! কেননা সবচেয়ে অধিক ঝগড়া ও ক্ষতি এর দ্বারা প্রকাশ পায়, সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, আমি একবার প্রিয় নবীর দরবারে আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি আমার জন্য সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর ও ক্ষতিকারক কোন জিনিসটিকে বলবেন? তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের পবিত্র জিহ্বা ধরে ইরশাদ করলেন: "এটাকে"। (তিরমিযী, ৪/ ১৮৪ পৃষ্ঠা, হাদিস: ২৪১৮)

কান কাঁচের মতো ও অশ্লীল কথা পাথরের মতো

হযরত আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি শায়খ আফযাল উদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বলতে শুনেছি, কান কাঁচের মতো

আর অশ্লীল কথা পাথরের মতো, যখনই ঐ কাঁচের উপর পাথর নিক্ষেপ করবে তখন কাঁচ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। (আল মিনানুল কুবরা ৫৪৭)

জিহ্বায় হাড় নেই কিন্তু হাড় ভেঙ্গে দেয়

কথিত আছে: জিহ্বায় হাড় নেই কিন্তু হাড় ভেঙ্গে দেয়, জিহ্বা তরবারী নয় কিন্তু রক্তপাত ঘটায়। কেউ কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন: যে কথার দ্বারা ঝগড়া করে মানুষ মণ মণ মাটির নিচে শুয়ে পড়ে, ঐ কথারই উপর হালকা মাটি জড়িয়ে দুনিয়ার মধ্যে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে পারে।

কাউকে গাধা বা শুকর বলা!

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ইবরাহীম নখঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি কোন ব্যক্তি কাউকে গাধা (DONKEY) বা শুকর (PIG) বলে ডাকে তাহলে কিয়ামতের দিন ঐ আহ্বানকারীর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করা হবে: বলো! আমি কি তাকে গাধা বানিয়ে ছিলাম? আমি কি তাকে শুকর বানিয়ে সৃষ্টি করেছিলাম? (ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৪৯৪, ইহইয়াউল উলুম, ৩/২০০ পৃষ্ঠা)

মুসলমানকে মন্দ উপাধি দ্বারা ডাকা গুনাহ

হে আশিকানে রাসূল! মুসলমানকে মন্দ নামে ডাকা কুরআনে পাকে নিষেধ করা হয়েছে, আল্লাহ পাক ২৬ পারা সূরা হুজুরাত আয়াত নং ১১ ইরশাদ করেন:

وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর একে অপরের মন্দ নাম রেখো না।

জানা গেলো মুসলমানকে মন্দ নামে ডাকা নিষেধ, মুফাসসিরীনে কেরাম পৃথক পৃথক শব্দ দ্বারা এই আয়াতে মুবারাকার ব্যাখ্যা করেছেন, এগুলোর মধ্যে সীরাতুল জিনান ৯ম খন্ড ৪৩১-৪৩২ পৃষ্ঠা থেকে দুটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো। (১) কতিপয় ওলামায়ে কেরাম বলেন: মন্দ নাম রাখার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোন মুসলমানকে কুকুর, গাধা বা শুকর বলা। (২) কতিপয় ওলামায়ে কেরাম বলেন: এর দ্বারা ঐ উপাধি (TITLES) উদ্দেশ্য যা দ্বারা মুসলমানের মন্দটা প্রকাশ পায় আর তা তার নিকট অপছন্দনীয়, (কিন্তু প্রশংসামূলক উপাধি যা সত্য হয়ে থাকে তা নিষেধ নয়, যেমন: মুসলমানের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপাধি আতিক এবং দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপাধি ফারুক আর তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপাধি যুন্নুরাইন ও চতুর্থ খলিফা হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপাধি আবু তুরাব আর প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত খালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপাধি সাইফুল্লাহ ছিলো। আর যে উপাধি নামে পরিণত হয়ে গেছে এবং উপাধিতে ভূষিত ব্যক্তির তা অপছন্দ নয় এমন উপাধিও নিষেধ নয়, যেমন: প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসীন, আ'মাশ (দুর্বল চক্ষু দৃষ্টিসম্পন্ন) এবং আ'রাজ (অর্থাৎ এক পা প্রতিবন্ধী) ইত্যাদি।

(খাযিন ৪/১৭০)

ফেরেশতারা অভিশাপ দেয়

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে তার নামের পরিবর্তে অন্য কোন শব্দ দ্বারা (অর্থাৎ মন্দ নামে) ডাকে তার উপর ফেরেশতারা অভিশাপ দেয়।

(জামে সগীর, ৫২৫ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৮৬৬৬)

হাদিসের ব্যাখ্যা: হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত: ১০৩১ হিজরী) বর্ণনা করেন: (ফেরেশতারা অভিশাপ দেয়' এর উদ্দেশ্য হলো) মুসলমানকে মন্দ নামে আহ্বানকারীর জন্য ফেরেশতারা নেক লোকের সম্মান ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হওয়ার দোয়া করে থাকে। যখন নাম ছাড়া অন্য কোন শব্দ দ্বারা ডাকার উদ্দেশ্য এটা হয় যে, এমন নাম (বা উপাধি) দ্বারা ডাকা যা তার মন্দ লাগে, হ্যাঁ যদি এমন শব্দ দ্বারা ডাকা যা মন্দ নয় তাহলে ক্ষতি নেই, যেমন: কাউকে তার আসল নামের পরিবর্তে আব্দুল্লাহ, হে ভাই ইত্যাদি বলে ডাকা।

(খোলাসা, ফয়যুল কাদীর, ৬/১৬৩ পৃষ্ঠা, ৮৬৬৬ নং হাদিসের পাদটীকা)

বাচ্চাকেও সত্য বলুন

প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ (নিজের বাল্যকালের ঘটনা) বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদিন আমাদের ঘরে অবস্থানরত ছিলেন,আমার আম্মাজান আমাকে তাঁর কাছে ডেকে বললেন, "এদিকে আসো তোমাকে কিছু দিবো।" নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার আম্মাজানকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি তাকে কি দিতে ইচ্ছা করেছো? তিনি আরয করলেন: আমি তাকে খেঁজুর দিবো, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যদি তুমি তাকে খেঁজুর না দিতে তাহলে তোমার জন্য একটি মিথ্যা লিখে দেওয়া হতো।

(আবু দাউদ, ৪/৩৮৭ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৪৯৯১)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমির এর উত্তম আলোচনা

আসুন! এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনাকারী প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পবিত্র জীবনী সম্পর্কে শুনি, তাঁর পবিত্র

নাম: আব্দুল্লাহ বিন আমির বিন কুরাইয, তিনি কুরাইশী ছিলেন, মুসলমানের তৃতীয় খলিফা হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মামাতো ভাই ছিলেন। জন্মের (BIRTH) পর তাঁকে প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে নিয়ে আসা হয়, আর প্রিয় নবী তাঁর উপর দম (ফুঁক) দেন। হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খিলাফতকালীন বসরা ও খোরাসানের গভর্নর ছিলেন, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁকে ঐ পদে বহাল রেখেছেন, বসরার নদী তিনিই খনন করিয়েছিলেন, অনেক বড় দানশীল ছিলেন, ৫৭-৫৮ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়।

(আল ইসাবা লিইবনে হাজর, ৫/১৪-১৫ পৃষ্ঠা)

সম্পদ ও জায়গা উভয়টা রেখে দাও (ঘটনা)

প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত খালিদ বিন ওকবা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে তাঁর বাজারের স্থানটি ৭০/৮০ হাজার দিরহাম দিয়ে ক্রয় করে নিলেন। রাত হলে হযরত খালিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পরিবারের সদস্যদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন, তখন তিনি নিজের ঘরের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কাঁদছে কেন? তারা বললেন: জায়গা বিক্রি করে দেয়ার কারণে!! তখন তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দানশীলতার সাগরে জোয়ার চলে আসলো) আর নিজের গোলামকে বললেন: হে গোলাম! হযরত খালিদ বিন ওকবার নিকট গিয়ে বলো: জায়গা এবং সেটার যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা নিজের নিকট রেখে নাও।

(শুয়াবুল ঈমান, ৭/৪৩৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষণ হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পিতা মাতার অবাধ্যতা থেকে কিভাবে সংশোধন হলো?

সাহাবা ও আহলে বাইতের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ভালোবাসা বৃদ্ধি, মুসলমানের নাম ব্যঙ্গ করা থেকে বাঁচার মন-মানসিকতা তৈরি এবং বাচ্চার সাথে সর্বদা সত্য বলার অভ্যাস গড়ার উৎসাহ উদ্দীপনা পাওয়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর কাফেলার মুসাফির হয়ে যান। দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের বরকতে এক পিতা মাতার অবাধ্য যুবকের সংশোধনের একটি **"মাদানী বাহার"** শুনুন ও আন্দোলিত হোন। জঙ্গ পাঞ্জাবের এক যুবক শুরুর দিকে বেনামাযী ও পিতা মাতার অবাধ্য ছিলো। সে আল্লাহ পাক ও বান্দার হকও নষ্ট করেছিলো, একবার তার সম্মানিত পিতার দোকানে একজন আত্মীয় দেখা করার জন্য আসলো, যিনি দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, এই সময় সেইও ঐখানে উপস্থিত ছিল, ঐ ইসলামী ভাই দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের দাওয়াত দেয় যা সে গ্রহণ করে নেয় আর বৃহস্পতিবার ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে, তার ইজতিমায় কিছু এমন আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভ হলো যে, পরবর্তীতে নিয়মিত বৃহস্পতিবার ইজতিমায় অংশগ্রহণ করাটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলো। শুধু এতটুকু নয়, আত্মীয় ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশের (বুঝানোর) ফলে সে সুন্নাত শিক্ষা ও শিখানোর জন্য তিন দিনের কাফেলায়ও সফর করার সৌভাগ্য লাভ করে। কাফেলায় আশিকানে রাসূলরা তাকে তরবিয়তী কোর্স করার মন-মানসিকতা তৈরি করল, যখন সে কাফেলা থেকে ঘরে ফিরে যায় তখন পিতা মাতার অবাধ্যতার কারণে তার লজ্জা হচ্ছিল, সে পিতা মাতার কদমে বসে কান্না করে তাঁদের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তারাও দয়া

করে তাকে ক্ষমা করে দেয়, এরপর সে পিতামাতার নিকট আরয করলো: জীবন খুবই সংকীর্ণ, জানি না কখন শেষ হয়ে যায়! আমি জীবিত থাকতে ইলমে দ্বীন শিখতে চাই, এভাবে কথাবার্তা বলে সে তরবিয়তী কোর্সের জন্য পিতামাতাকে রাজি করল, অনুমতি পাওয়ায় আনন্দিত হয়ে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে তরবিয়তী কোর্সে অংশগ্রহণ করলো, যেখানে সে অনেক কিছু শিখলো, তার জীবনের ধরন কিছুটা এভাবে পরিবর্তন হয়ে গেলো, যে পূর্বে পিতা মাতার অবাধ্য ছিল এখন সে ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্বে তাঁদের কদমে চুমু দেয়, এরপর সে ফরয ইলম কোর্স সম্পন্ন করে, এভাবে চলতে চলতে সে দাওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক নিয়ম অনুযায়ী হালকা মুশাওয়ারাতের নিগরানের দায়িত্ব লাভ করলো। আল্লাহ পাক তাকে এবং আমাদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে স্থায়িত্ব দান করুক।

اٰمِين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ করম এ্যায়সা করে তুঝ পে জাঁহা মে
এ্যায় দাওয়াতে ইসলামী তেরী দুমে মাচী হো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বাচ্চাকে মিথ্যা ধোঁকা দেওয়া

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ইমাম মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: কথাবার্তা (আমলনামায়) লিখা হয়ে থাকে, এমনকি এক ব্যক্তি নিজের সন্তানকে চুপ করানোর জন্য বলে যে, আমি তোমার জন্য অমুক অমুক জিনিস ক্রয় করবো (অথচ ক্রয় করার নিয়ত থাকে না) তখন তা মিথ্যা হিসাবে লিখা হয়। (ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৩৫০ পৃষ্ঠা, ইহইয়াউল উলুম ৩/১৪২)

বাচ্চাকে ফুসলানোর জন্য সাবধানতা অবলম্বন করুন

আফসোস! বর্তমানে বাচ্চাকে ফুসলানোর জন্য অধিকহারে মিথ্যা বলা হয়, যেমন নিয়ত না থাকা সত্ত্বে বলা হয় তোমার জন্য খেলনা, দোলনা, মিষ্টান্ন, অমুক বিস্কুট এনে দিবো, অমুক খাবার তৈরি করে খাওয়াবো, অমুক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবো ইত্যাদি ইত্যাদি, আমাদের সত্যিকারের পালনকর্তা তাঁর সত্য প্রিয় হাবীবের সদকায় আমাদেরকে সবসময় সত্য বলার তাওফিক দান করুক।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

সূচীপত্র

আত্তারের দোয়া: ১
দরূদ শরীফের ফযিলত ১
কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে উচ্চ স্বরে বলার ক্ষতি ২
নিম্ন স্বরে কথাবার্তা বলা সুন্নাত ২
আরবের মুশরিকরা উচ্চ স্বরে কথা বলাকে গর্বের মনে করতো! ২
গাধা কেন আওয়াজ করে? ৩
উচ্চ স্বরে হাঁচি দেয়াও মাকরূহ ৩
সাক্ষাতকারীর চেহারার দিকে তাকানো ৪
কথাবার্তা যাতে বুঝা যায় এভাবে বলা উচিৎ ৪
নবী করীম ﷺ এর পবিত্র কথাবার্তা সহজ ভাষায় হতো ৫
হুযুর পুরনুর ﷺ কথাবার্তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন ৫
প্রিয় নবীর কথাবার্তা ৫
কঠিন শব্দ ব্যবহারকারী মন্ত্রী ৬
সবচেয়ে অধিক জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো দুটি জিনিস ৭
সে জান্নাতী, কে? ৭
জান্নাতের জামিন ৮
৮০% গুনাহ জিহ্বার দ্বারা হয়ে থাকে ৮
জিহ্বার কাছে সকল অঙ্গের আবেদন ৯
সম্মিলিত ইতিকাফ সংশোধনের মাধ্যমে পরিণত হলো ৯

এপার ওপার দৃষ্টি গোচর হওয়া উঁচু উঁচু জান্নাতী স্থানসমূহ................................ ১১
উত্তম কথা বলা সদকা ১১
সদকা মানে? ১১
তাড়াতাড়ি নেকীর দাওয়াত দিন..১২
নবী করীম ﷺ এর নিকটবর্তী হবে সৎ চরিত্রবানরা..................................১২
সৎ চরিত্র কাকে বলে? ১৩
সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক জিনিস..১৩
কান কাঁচের মতো ও অশ্লীল কথা পাথরের মতো..১৩
জিহ্বায় হাড় নেই কিন্তু হাড় ভেঙ্গে দেয় ১৪
কাউকে গাধা বা শুকর বলা!... ১৪
মুসলমানকে মন্দ উপাধি দ্বারা ডাকা গুনাহ.. ১৪
ফেরেশতারা অভিশাপ দেয়..১৫
বাচ্চাকেও সত্য বলুন ১৬
হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমির এর উত্তম আলোচনা ১৬
সম্পদ ও জায়গা উভয়টা রেখে দাও (ঘটনা) ১৭
পিতা মাতার অবাধ্যতা থেকে কিভাবে সংশোধন হলো?..................................১৮
বাচ্চাকে মিথ্যা ধোঁকা দেওয়া ১৯
বাচ্চাকে ফুসলানোর জন্য সাবধানতা অবলম্বন করুন.......................................২০

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

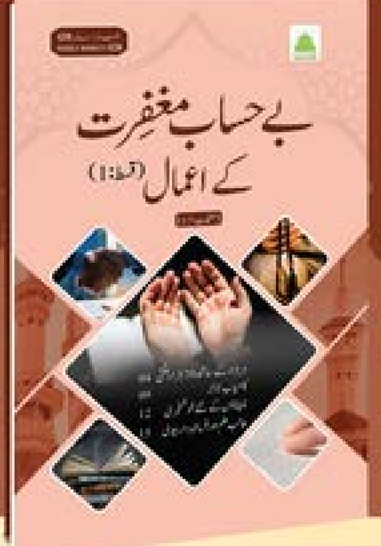

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৬

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net